সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

(২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ অর্থবছর)

বাংলাদেশ এলডিসি পর্যায়ে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়ন ক্ষেত্রে নোয়াখালী সদর উপজেলায় অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

- সাম্প্রতিক অর্থবছরসমূহে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে ০.০৫৫৭৮, ০.০৬৩২৮ ও ০.০৬১৩২ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ০.০১৬৫২, ০.০২০৮৮ ও ০.০২০৩২ লক্ষ।

- বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.০৩৯৫১৮, ০.০৫৩৮৬৯ ও ০.০৪০১৭৭৪ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ০.০২০৩৮৬, ০.০২৩৬২০৪ ও ০.০১৬১০৫৯ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.০০১৭৮, ০.০০০৯৮ ও ০.০০২২৫ লক্ষ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ৪০, ৫৪ ও ৩৭ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।

- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ১২৫, ১৫০ ও ১০১ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, ২৫, ২৫ ও ২৫ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ১, ১ ও ১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।